[redacted]

[redacted]

অন্যদিকে আনন্দবাস বিজিবি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার জানান, তিনি মুনতাজ আলীর বিষয়ে অবগত, তবে বর্তমানে তিনি স্থানীয় জনগণের আশ্রয়ে রয়েছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ওমর আলী বলেন, “বিষয়টি অত্যন্ত অমানবিক। একজন বৃদ্ধ মানুষকে এভাবে খোলা জায়গায় প্রচণ্ড ঠান্ডায় থাকতে দেওয়া দুঃখজনক। যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।”

স্থানীয় মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী ওয়াজেদ আলী খান বলেন, “সীমান্তে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর প্রশ্ন তুলছে। বোনকে কারাগারে পাঠিয়ে ভাইকে এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখাও সংশ্লিষ্ট বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন সৃষ্টি করছে।”

এ ঘটনায় দ্রুত মানবিক ও কূটনৈতিক সমাধানের দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।

গাংনীতে যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন দোকান অপসারণে সরেজমিনে তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন (মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার) দোকান ঘর অপসারণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেছে জেলা প্রশাসক গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যরা।

আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এসবি কাউন্টারের সামনে স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন তদন্তকারী দলের সদস্যরা। এসময় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় জড়ে হয় ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। তদন্ত কমিটির কাছে জনগনের চাওয়া ও দাবীকে গুরুত্বের সাথে দেখে অপসারণ কাজ দ্রত বাস্তবায়ন চান উপস্থিতিরা।

আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।

গাংনী বাজার দারুচ্ছালাম মসজিদ কমিটির সভাপতি হাজী মোঃ মহসিনের সভাপতিত্বে তদন্ত কমিটির আহবায়ক মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক এবং মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তদন্ত কমিটির প্রধান বলেন, আমি আসার সময় দেখেছি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গাংনী বাজারের প্রত্যেকটা দোকানদার তাদের দোকান বন্ধ করে এখানে অবস্থান নিয়েছেন। এটাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আমার ভালো লেগেছে। সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছি। এই যে একতা এটাকে সকলে মিলে ধরে রাখবেন। একটা ভালো কাজের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জনগণ সকলে মিলে এক হওয়া এটা অনেক ভালো। জনতার যে দাবি সকলে একত্রিত থাকলে সেই দাবি বাস্তবায়িত হয়। দুশ্চিন্তার কোন কিছু নেই। জনগনের দাবীর বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্য তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হবে।

পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও গাংনী পৌর প্রশাসক প্রীতম সাহা, গাংনী বাজারের এস এম প্লাজার স্বত্বাধিকারী রবিউল ইসলাম, সাংবাদিক তোফায়েল হোসেন, গাংনী বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি মাহবুবুল ইসলাম স্বপন।

পরে তদন্ত কমিটির সদসরা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

তদন্ত কমিটির সামনে গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যাত্রী ছাউনি ও সংলগ্ন মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভাণ্ডার অপসারণের জোর দাবী জানান।

তদন্ত কমিটিতে মেহেরপুরের সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদের সহকারি প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে হাটবোয়ালীয়া সড়কের সংযোগ স্থলে যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার অপসারণে দাবীতে গত ২৪/০৯/২০২৪ ইং তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক,সড়ক ও জানপদ বিভাগ, জেলা পরিষদ, মেহেরপুর

জেলায় দায়িত্বরত সেনাবাহিনী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন স্থানীয়রা। উক্ত স্মারকলিপি অনুযায়ী জনগুরুক্তপুর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিকে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশনা দেন জেলা প্রশাসক।

গাংনীর যাত্রী ছাউনি অপসারণে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস

গাংনীর স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং দুর্ঘটনা মুক্ত নিরাপদ সড়ক প্রশস্তকরনে গাংনী বাসস্ট্যান্ডের যাত্রী ছাউনি অপসারণ এবং আ: মালেক স্টোরের চুক্তি বাতিলে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন বলে স্থানীয়দের আশ্বস্ত করেছেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

আজ রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যাওয়া একটি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে বৈঠকে এমন আশ্বস্ত করেছেন বলে জানিয়েছে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা শেষে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সাংবাদিকদের জানান, গাংনীর বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ গতকাল শনিবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী বাস স্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি অপসারণ, জেলা পরিষদের কাছ থেকে চুক্তি নেয়া আ: মালেক স্টোরের চুক্তি বাতিল ও অপসারণ এবং একনেকের মুল নকশা অনুযায়ী রাস্তা প্রশস্ত করনের দাবীতে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

স্থানীয়দের বিক্ষোভে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলতে চান জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসকের আহবানে আন্দোলনকারীরা তাদের বিক্ষোভ সমাবেশ সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করে।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান, অংশ গ্রহণকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা জেলা প্রশাসক মহদ্বয়ের সাথে আলোচনায় বসি। এলাকাবাসীর সমন্বয়ে গঠিত ২০-২৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ এঁর কার্যালয়ে উপস্থিত হলে একটি প্রাণবন্ত

আলোচনা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এসময় জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাপ্তরিক জটিলতার অবসান ঘটানো হবে। গাংনী বাস স্ট্যান্ড যাত্রী ছাউনী, আঃ মালেক স্টোর ও মিষ্টান্ন ভান্ডারের দোকান অপসারণ হবে। অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সড়ক উন্নয়নের কাজ বন্ধ থাকবে। আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে নথিপত্র প্রস্তুতের জন্য সময়ের প্রয়োজন।

এলাকায় যাতে শান্তি শৃংখলা বজায় থাকে সে বিষয়ে স্থানীয়দের সহযোগীতা চান জেলা প্রশাসক।

আলোচনায় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ আসাদুল আলম খোকন, সদস্য রেজাউল হক, বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান মানিক, এস এম প্লাজার একাংশের স্বত্বাধিকারী রবিউল ইসলাম, ওয়ালটন শোরুমের স্বত্বাধিকারী সাজু আহমেদ,গাংনী বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি মাহবুবুল হক স্বপনসহ ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গেল গতকাল শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী বাস স্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি অপসারণ, একনেকের অনুমোদনকৃত মুল নকশায় সড়ক প্রশস্তকরণ, জেলা পরিষদের চুক্তিতে নেয়া আ: মালেক স্টোরের চুক্তি বাতিলসহ কয়েকটি দাবী নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয়রা।

বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় অবস্থান নিয়ে সড়কের উপর কাঠের গুড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করে। এসময় প্রায় দুই ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে । পরিস্থিতি সামাল দিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা আন্দোলনকারী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন। এবং সুষ্ঠু সমাধানে বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনায় বসার আহবান জানান ইউএনও প্রীতম সাহা।

গাংনীতে মুল নকসা বাস্তবায়ন ও গোল চত্তরের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মেহেরপুর গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে দৃষ্টি নন্দন গোল চত্বর নির্মাণ,রাস্তার মাঝ থেকে যাত্রী ছাউনি ও দোকান অপসারণ এবং একনেকে অনুমোদিত প্রকৃত নকশায় সড়ক প্রসস্তকরন কাজের দাবীতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছে গাংনী বাজার ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ।
আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করা হয়।
গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দেন বিভিন্ন শেনী পেশার মানুষ । দুপুর ১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি।
বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান মানিক,মাহাবুবুর রহমান স্বপন, বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন,
সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জামান, উপজেলা যুব দলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, যুবদল নেতা সালাউদ্দিন এসময় উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা জানান,মেহেরপুর – কুষ্টিয়ার প্রায় ৪৫ কিলোমিটার
সড়ক প্রসস্তকরন কাজ শুরু করেন মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগ।
মেহেরপুর অঞ্চল এবং কুস্টিয়া অঞ্চলে কাজ শুরু করেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। সে লক্ষে ২০২৩ সালের শেষের দিকে সড়ক বিভাগ সড়কের দুই দিকের বড়বড় শতবৎসরের গাছ কেটে সড়কের দুপাশ পরিষ্কার করা হয়। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ, বিভিন্ন যাত্রী ছাউনি উচ্ছেদ কার্যক্রম চালায় সড়ক বিভাগ। সে সময় সড়কে অবস্থিত জেলার প্রায় ১৩ টি যাত্রী ছাউনি অপসারণ করা হয়। অপসারনের হাত থেকে রক্ষা পাইনি মসজিদ ও ইদগাহ ময়দানের প্রাচীরও। এখানে রাস্তা প্রসস্তকরনে জনগনের চাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে একক ভাবে ব্যাক্তি স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সড়ক বিভাগের প্রকৌশলী,মনগড়া ও দায়সারা কাজ শেষ করতে চাওয়ায় জনগন দাবী নিয়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়। বাসস্ট্যান্ডের এই যাত্রী ছাউনি অপসারন না করে সড়কের কাজ শেষ করা
হলে বাসস্ট্যান্ডে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটবে বলেও দাবী করেন
বিক্ষোভকারীরা।
ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন,উপজেলা প্রশাসন, সড়ক বিভাগ ও মেহেরপুর
জেলায় দায়িত্বরত সেনাবাহিনীর বরাবর স্বারক লিপি দেয়া হয়।
ব্যবসায়ীদের সাথে সাধারণ মানুষও বিক্ষোভে যোগ দেন। বিক্ষোভকারীরা সড়ক বিভাগ,জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন সকলের

অবরোধ করে রাখে। আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত সকলের কথা শুনেছি এবং তাদের সাথে কথা বলেছি। এটি একক বিষয় নয়। সড়ক বিভাগ,জেলা পরিষদ জড়িত। ব্যাবসায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে আলেচনা সাপেক্ষে সমস্যার সমাধান দেয়া হবে। জনস্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবেশ শান্ত করা হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন,আমি বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। যাত্রী ছাউনি অপসারনের দাবীতে বিক্ষোভ করছেন এ বিষয়টি আমাকে ইউএনও জানিয়েছে। সকলকে নিয়ে বসে বিষয়টি সমাধান করা হবে।

গাংনীতে যাত্রী ছাউনি ওএমএস ডিলারের দখলে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা হাসপাতাল বাজারে জেলা পরিষদের নির্মিত যাত্রী ছাউনি দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে ওএমএস এর এক ডিলার। আন্ত ও দুরপাল্লার বাসের যাত্রী ও পথচারীদের অবস্থানের জন্য যাত্রী ছাউনিটি নির্মাণ করে মেহেরপুর জেলা পরিষদ।

সেখানে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে ওএমএস ডিলার পণ্য বিক্রিতে আন্ত ও দুরপাল্লার পথের যাত্রীরা অবস্থানের সুযোগ বঞ্চিত হচ্ছেন। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সেখানে যাত্রীরা অবস্থান করতে না পেরে আশপাশে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছে। যাত্রী ছাউনির আশপাশের দোকানদাররা জানান- হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে অনেক রোগি বাসের জন্য অপেক্ষা করে এই ছাউনিতে। রোগিদের এখন বাইরে অবস্থান করতে হচ্ছে।

যাত্রী ছাউনির পাশের এক ব্যবসায়ী নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করে জানান- তপ্ত রোদের মধ্যে যাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করে বাসের জন্য। পথচারীরাও বিশ্রাম নেন এই যাত্রী ছাউনিতে। তিনি আরও জানান, রবীউল ইসলাম একজন প্রভাবশালী মানুষ। তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস করেনা। পাবনাগামি বাসের জন্য গাংনীর হিতিমপাড়ার রহমত আলী শিশু সন্তান ও পরিবারের লোকজনসহ আসবাবপত্র নিয়ে যাত্রী ছাউনির পাশে অবস্থান করছিলেন। জানতে চাইলে তিনি বলেন- উপজেলা পরিষদের সামনে এভাবে দখল করে পন্য বিক্রি কী প্রশাসন দেখতে পান।

ডিলার প্রভাবশালী হবার কারণেই

উপজেলা প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেন না। দখলদার ওএমএস ডিলার রবীউল ইসলাম জানান- সরকারি পণ্য সরকারি জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে । ব্যক্তিগতভাবেতো সুবিধা ভোগ করছিনা। এটাকে দখল বলা যাবে না।